ন্যা শ না ল
টাইমস
The Fortnightly of National & Global Focus

৫০ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
এসডিজি অর্জনে জাতিসংঘের সহায়তা চায় এফবিসিসিআই

জসিম উদ্দিন, সভাপতি
এফবিসিসিআই

DBCCI

করোনাকালেও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা এগিয়ে চলছে

মোঃ আনোয়ার শওকত আফসার
প্রেসিডেন্ট
ডাচ-বাংলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

ন্যা শ না ল
টাইমস
The Fortnightly of National & Global Focus

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ জরুরী

এম. মাহমুদুর রশিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রাসহোপার গ্রুপ অব কোম্পানিজ

এম. মাহমুদুর রশিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রাসহোপার গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। তিনি দেশের উদীয়মান একজন তরুণ উদ্যোক্তা। ব্যবস্থাপনা পরিচালক গ্রাসহোপার গ্রুপ অব কোম্পানিজএকটি বৈচিত্র্যময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন বাণিজ্যিক উদ্যোগ পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছে। এই গ্রুপটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুই স্বপ্নজয়ী তরুণ উদ্যোক্তা মোঃ তানজীর ওমর ফারুক এবং এম. মাহমুদুর রশিদ। ২০০৮ সালে মাত্র ৮০০ টাকা মূলধন নিয়ে তারা প্রথম যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে এই কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২০০ জনেরও বেশি কর্মী কাজ করেছে এবং ৬০০ এরও বেশি কর্পোরেট গ্রাহকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। দেশীয় বাজারে অসাধারণ সাফল্য পাওয়ার পর গ্রাসহোপার গ্রুপ আন্তর্জাতিকভাবে তার ব্যবসা শুরু করে। গ্রাসহোপার গ্রুপ দেশে একটি শক্তিশালী অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, বিশ্বের ১১ টি দেশের ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিষ্ঠানটি। গ্রাসহোপার গ্রুপ তার গুণগত পণ্য ও সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কারণে আই এস ও ৯০০১-২০১৫ সনদ অর্জন করে। এম. মাহমুদুর রশিদএবং মোঃ তানজীর ওমর ফারুকেরনিরলস পরিশ্রম, সততা, দূরদর্শিতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি আজ সফলতার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রাসহোপার গ্রুপ দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সামগ্রিক অপারেটিং প্রক্রিয়ার উন্নতি অব্যাহত রাখার জন্য উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে।

গ্রাসহোপার গ্রুপ এর প্রতিষ্ঠাসমূহের মধ্যে রয়েছে গ্রাসহোপার লিমিটেড, গ্রাসহোপার কর্পোরেশন, গ্রাসহোপার শিপিং এবং লজিস্টিকস, গ্রাসহোপারবিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড এবং সাসটেক্স প্রিন্টিং লিমিটেড। গ্রাসহোপার গ্রুপের পণ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে হোম টেক্সটাইল, ফায়ার সেফটি এ্যান্ড সিকিউরিটি, পাওয়ার জেনারেটর, ওয়াটার পাম্প সলিউশন, হিটিং এন্ড ভেন্টিলেশন সিস্টেম, কনস্ট্রাকশন ইকুয়িপমেন্ট এ্যান্ড মেশিনারিজএবং গার্মেন্টস প্রিন্টিং। এর মধ্যে অধিকাংশ পণ্য ও সেবা দেশের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

গ্রাসহোপার গ্রুপ কিভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে জানতে চাইলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম. মাহমুদুররশিদ বলেন, আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান নিয়ে খুব সন্তুষ্ট ও আশাবাদী, আল্লাহর অশেষ রহমত, সকলের দোয়া ও ভালোবাসায় আমাদের প্রতিষ্ঠানসাফল্য পাচ্ছে। গত কয়েক বছরে আমরা আমাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে খুব ভাল ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। এটি আমাদের বিশ্ব বাজারে পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা ক্রমাগত আমাদের বার্ষিক লক্ষ্য অর্জন করছি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অনেক ধরণের মানুষ, বিশেষ করে কারিগরি ও প্রকৌশলীদের আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এম. মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষের সবার নিজ নিজ স্থানে সেরা হওয়ার চেষ্টা করে উচিৎ তাই আমরা আমাদের দেশ এবং আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ সেবা ও গুণগত পণ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ করছি। আমাদের মূলমন্ত্র হল যে কোন মূল্যে গ্রাহকের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন করা। আমরা আমাদের গ্রাহকের অর্থের সর্বোত্তম ফেরত নিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বৃহত্তর অর্থে; আমরা সামাজিক প্রভাব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে আমাদের ব্যবসায়ীক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যতটা সম্ভব কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি।

গ্রাসহোপার গ্রুপ শুরুতে কিভাবে তার যাত্রা শুরু করেছিল জানতে চাইলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম. মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমরা শূন্য মূলধন দিয়ে আমাদের ব্যবসায়িকপথচলা শুরু করেছিলাম, কিন্তু আজ আমরা এখানে এসেছি অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানের সীমাহীন সমর্থন এবং সহযোগিতার কারণে। আমরা মনে করি এটা মাত্র প্রাথমিক পর্যায়, মানুষ এবং দেশের কল্যাণে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। আমরা ২০০৮ সালে হোম টেক্সটাইলপণ্য ট্রেডিং এর মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করি এবং পরবর্তীতে উৎপাদনে আসি। আমাদের সকলে দক্ষতার সাথে কাজ করে আমাদের পন্য বিপণন করি, এর মধ্যে ছিল ১০০ ভাগ কটন গামছাএবং তোয়ালে। তারপর, ২০১০ সালে আমরা সিরাজগঞ্জে আমাদের প্রথম ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের যাত্রা শুরু করি, এটি একটি তাঁত ভিত্তিক ম্যানুয়াল উৎপাদন পদ্ধতি ছিল।২০১২ সালে, আমরা গামছা উৎপাদনের জন্য কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আমাদের দ্বিতীয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করি। এটি একটি পাওয়ার লুম ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। একই বছরে আমাদের কোম্পানিটি একটি জয়েন্ট স্টক (প্রাইভেট লিমিটেড) কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এম. মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, আমাদের স্টেক হোল্ডাররা আমাদের সাথে আস্থা নিয়ে ব্যবসা করে। ইনশাআল্লাহ একদিন আমাদের প্রতিষ্ঠান হবে দেশের সেরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

আপনার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ উদ্দেশ্য কি এ সম্পর্কে জানতে চাইলে এম.মাহমুদুর রশিদ বলেন, গ্রাসহোপার গ্রুপের কাজ কেবল আর্থিক উদ্দেশ্যে নয়, এই বিশ্বের মানুষ, প্রকৃতি এবং সম্পদের জন্য আমরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি। আমরা গর্ব এবং দূরদর্শী অঙ্গীকার নিয়ে এই বিশ্বের উন্নয়নের অংশ হতে চাই। আমরা আমাদের গ্রাহকদের মূল্যবোধের সাথে সর্বোত্তম পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ করার জন্য আমাদের সময় এবং সম্পদ বিনিয়োগ করেছি। আমরা আমাদের কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে গুণগত পণ্য সেবার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করছি এবং একটি শক্তিশালী, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে এবং একটি টেকসই সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছি।

২০১১ সালে গ্রাসহোপার গ্রুপ একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে অগ্নি

ন্যা শ না ল
টাইমস
The Fortnightly of National & Global Focus

নির্বাপণ যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সংস্থাপনের ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। বিশ্ব সেরা পণ্য আমদানি করে এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৌশলীদের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করে ক্রমেই প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বর্তমানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের বাজারে গ্রাসহোপার একটি প্রথম সাড়ির প্রতিষ্ঠান।

করোনা কালে লকডাউনের মাঝেও হাশেম ফুডসসহ বেশ কয়েকটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, দেখুন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যেগুলো ঘটেছে তা খুবই দুঃখজনক, তবে আমি মনে করি এসব বিষয়ে সবসময় সচেতনতা থাকা জরুরী। এছাড়া যারা অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে রেগুলেটরি বডি আছেন তাদেরও নিয়মিত তদারকি করা উচিত। আপনাদের এসোসিয়েশন কি করছে জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমাদের এসোসিয়েশন প্রতিনিয়ত এসব বিষয় নিয়ে সচেতনতামূলক কাজ করছে। আপনাদের এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ড আগে কেমন জোরদার ছিল এখন তেমন দেখা যাচ্ছে না এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা ব্যাহত হয়েছে তবে এখন আমরা আবার ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। করোনা কালে অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রীর চাহিদা কেমন জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, বর্তমানে অগ্নিনির্বাপণ সামগ্রীর অর্ডার কমেছে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে মহামারীর প্রভাবে মূল্য বেড়েছে। বিদেশ থেকে যে কোন পণ্য সামগ্রী আমদানি ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। যে কারণে আমরা সময় মত সব পণ্যের সরবরাহ করতে হিমশিম খাচ্ছি। ব্যাংকগুলো আপনাদের কতটুকু সহযোগিতা করছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই সেক্টরের প্রতিষ্ঠান গুলো মূলত ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান এবং মাঝারি আকারের। সরকার ঘোষিত প্রণোদনার কোন ক্যাটাগরিতেই আমাদের রাখা হয়নি। করোনা কালে আমরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমি মনে করি

এসএমই লোনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে আরো উদর হতে হবে বর্তমানে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের কাজে কতটুকু অর্ডার পাচ্ছেন জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, করনাকালে নির্মাণ কাজ গুলো যেহেতু ব্যাহত হয়েছে তাই আমাদের হাতেও নতুন প্রোজেক্ট অনেক কম। যা আছে বেশিরভাগই পূর্বের। এছাড়া দীর্ঘদিন বিদেশ যাত্রা বন্ধ থাকায় আমাদের নতুন পন্য আমদানি যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে। করোনাকালে অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের ছাটাই করেছে আপনাদের খাতের কি অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা করোনাকালে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তবে আমরা কোন কর্মচারীদেরকে বাদ দেয়নি।

সরকার সম্প্রতি উচ্চ পর্যায়ে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ কমিটি করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি খাত বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান সাহেবকে প্রধান করে এবং বেসরকারি খাতে এফবিসিসিআইও একটি কমিটি করেছে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে, আপনি কি মনে করেন এই কমিটি কলকারখানার অগ্নিকাণ্ড মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে পারবে জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমি মনে করি এ ধরণের কমিটির প্রয়োজন ছিল, উনারা যদি একসাথে নিয়মিত কাজ করেন তাহলে আমরা কলকারখানাগুলোর অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি অনেকখানি কমিয়ে আনা যাবে।

একটি অগ্নিকাণ্ডের পর আরেকটি অগ্নিকাণ্ড না হওয়া পর্যন্ত সবাই ভুলে যায় এর কারণ কি বলে মনে করেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি মনে করি আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায়। যদি শাস্তিগুলো দৃষ্টান্ত মূলক হত তাহলে সবাই সচেতন হতেন।

আমাদের দেশে ফায়ার সেফটি নিয়ে কাজ করার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল আছে কিনা জানতে চাইলে মাহমুদুর রশিদ বলেন, আমাদের দেশে এখন ফায়ারসেফটি নিয়ে পড়াশোনা হচ্ছে, আমি মনে করি আমাদের যারা নতুন প্রজন্ম আছে তাদের আগামীর অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এর নেতৃত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাঠ্য বইতে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি ও মোকাবেলা বিষয়ে স্কুল পর্যায় থেকেই প্রয়োজনীও শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।